০৪-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কামাল করে দেখাতে হবে, শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর সেবা করতে হবে।"

প্রশ্নঃ- রাজত্বের উত্তরাধিকার কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ?

উত্তরঃ- যে বাবার নিকট সম্বন্ধে আসে, নিজের চাল চলন এবং আয়ের সম্পূর্ণ খবর বাবাকে দেয়, এইরকম প্রকৃত বাচ্চাই রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। যে বাবার সামনেই আসে না, নিজের খবর শোনায় না, তার রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেনা। সে হল সৎ-বাচ্চা(stepchildren) । বাবা বাচ্চাদের বলছেন, নিজের সম্পূর্ণ খবর দাও, তাহলে বাবা বুঝতে পারবেন যে সে কি সেবা করছে। বাবা যে কোনো পরিস্থিতিতেই বাচ্চাদেরকে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করান।

গীতঃ- কে এল আজ আমার মনের দুয়ারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ? পরমপিতা তো বলাই হয়, তার সাথে পতিত-পাবন কথাটাও যোগ কর। আমাদের হৃদয়ে আছে যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমাদের সম্বন্ধ হল পিতার । বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। বাবা বাচ্চাদের সাথে রুহরিহান করেন, মিলিত হন । বাবা যে কথাটা বোঝান সেটা আবার অন্যকে বোঝাতে হবে। তোমরা এখন জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতাকেও জান। শিবকে জগৎ পিতা বলা যাবে না কারণ জগতে প্রজারা থাকে । তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগৎ মাতা বলা হয় - সমগ্র জগতের মাতা। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি হলেন রচয়িতা। এটাও বুঝতে হবে। সকল মানুষই পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কিন্তু তাকে জানেনা। তোমরা এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে, জগৎ মাতাকে এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো। এখানে এসে তাদের সন্তান হয়েছ। লৌকিক মা বাবা তো সকলেরই আছে। তাদেরকে জগৎ মাতা, জগৎ পিতা বলা হয়না। অতীতে জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতা ছিলেন। এই সময়ে তোমরা এসে পুনরায় তাদের হয়েছ। ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরা এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়নের রাজত্ব ছিল। তোমরাও বাদশাহী পেয়েছিলে। এখন তোমরা পুনরায় নিচ্ছ। তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, পরমপিতা পরমাত্মাকে জানেন? এই কথাটা এমনই যে বুঝতে পারলেও ভুলে যায়। নিজেকে ভুলে গিয়ে, মা-বাবাকে ভুলে গিয়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র। তোমরা এই সময়ে মায়ার ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছ। যতক্ষণ না অন্তিম সময় আসছে লড়াই চলতে থাকবে। যারা ঐভাবে যুদ্ধ করছে তারাও জানে যে আমরা চাইলেই এক সেকেন্ডে সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারি । এখন তো একে অন্যকে অস্ত্র দেয়, ঋণ দেয়। যদি কেউ মেরে দেয় তাহলে আর ঋণ থাকবেনা। বাবাও খবরের কাগজ পড়েন। বাচ্চদেরকেও খবরের কাগজ পড়ে সেটা থেকে সেবা করতে হবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করা উচিত বাবা আপনি তো মালিক, তাহলে রেডিও কেন শোনেন? কিন্তু বাচ্চারা, মালিক তো শিববাবা, আমি কিভাবে জানতে পারব যে পরিবেশ কিরকম, লড়াই ইত্যাদির প্রভাব কতটা। এই সময়ে মানুষ অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলে । সদাচার কমিটি তৈরি করে। তাদের লেখা উচিত এই দুনিয়াটাই

হল ভ্রষ্টাচারী। এখানে কেউ কিভাবে সদাচারী হবে। বিকারীকে ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। এই সকল কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? যেমন খ্রিস্টানরা জানে যে ক্রাইস্ট অমুক সময়ে জন্ম নিয়ে ছিলেন। আচ্ছা, তার আগে কে ছিলেন? কত দিন আগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের তারাই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। শাস্ত্রতেই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমরা এখন সজাগ হয়ে গেছ, এরপর অন্যদেরকেও সজাগ করতে হবে।

তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন আমাদের বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বাও আমাদের মাম্মা-বাবা। এরপর প্রশ্ন করা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের উত্তরাধিকার কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে, উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন কিন্তু এখন নেই। এখন আবার প্রাপ্ত হচ্ছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিভাবে আমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দেব! ঘরে ঘরে গিয়ে কি ঢাক ঢোল বাজাব ! আচ্ছা, *তোমরা বোর্ডও লাগাতে পার। কারণ তোমরা হলে মাস্টার অবিনাশী সার্জেন*। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। এটা তো কেউই জানেনা যে শিববাবা কার শরীরের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন। এইরকমও বলতে পারবেনা যে কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে জন্ম নিয়েছেন। এটা তো তোমরা ক্রমানুসারে জানো যে উনিই আমাদের পরমপিতা আবার উনিই আমাদের শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে খুব সুন্দর শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা এক কল্প পরে পুনরায় এসেছেন। তোমরা বুঝতে পার, পাক্কা নিশ্চয়ও আছে, কিন্তু ঘরে গেলেই সেই নেশা উড়ে যায়। ঘর-গৃহস্থতে থেকে, কাজকর্ম করতে করতে কতটা নেশা থাকে সেটা তো বাবাকে অবশ্যই লিখতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে পুরো খবর দেয়না। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবাকে পুরোপুরি জানো তখন বাবারও তোমাদের বিষয়ে সব কিছু জানা দরকার। যেহেতু উনি তোমাদের দাদু তাই তোমাদের চালচলন এবং আয়ের সব কিছু তাঁর জানা উচিত, তবেই তো মতামত দেবেন। তোমরা বল যে শিববাবা তো অন্তর্যামী, কিন্তু এই ব্রহ্মাবাবা কিভাবে জানবে? কেউ তো বাবার সামনেই আসেনা, বোঝা যায় যে সে হল সৎ-ছেলে, তাই রাজত্বের উত্তরাধিকার পাবেনা। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয় তবে সম্পূর্ণ খবরাখবর দিতে হবে। বাচ্চারাও বাবার সবকিছু জেনে নেয়। তাই বাবাকেও খবর দেওয়া উচিত। এটা হল আমাদের রুহানি গৃহস্থ ব্যবহারের সম্বন্ধ।

এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার। পরমাত্মার (সুপ্রিম রুহ) সাথে তো সকল আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাই না। সবাইকে এই প্রশ্নই কর যে তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়াণকে জান ? পরমপিতা পরমাত্মাকে জান ? তোমরা কি সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী দেবী দেবতাদেরকে জান ? তোমরা লিখে দিতে পারো যে এই সকল কথা জানলে তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারবে, নয়তো কোনোদিনও হতে পারবেনা। এইভাবে সেবা করলে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে। ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো - এটাই তোমাদের কর্তব্য। তাহলে কেন বোর্ড লাগাবে না! স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই সেবা করছে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু বাচ্চারা আবার ভুলে যাচ্ছে। নিজের কারবারে ব্যস্ত হয়ে যায়। যে সেবা করা উচিত সেটা করেনা। না সম্পূর্ণ খবরাখবর দেয় আর না বোর্ড লাগায়। যদি বোর্ড না লাগায়, সেবা না করে তাহলে বুঝতে হবে অনেক দেহ-অভিমান আছে। মুরলী তো সবাই শোনে, বাবা কি বলেন। সেটা থেকে অনেক মত পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর জন্য বাবা বলেন বাচ্চারা, যদি খুব গরমের দিন হয় তবে পাহাড়ে গিয়ে ব্যবস্থা কর। এখন দেখ কোথা থেকে কোথায় খবর আসছে যে বাবা আমি এই ব্যবস্থা করতে পারব। চেনা জানা থাকলে হল বা ধর্মশালা নিয়ে ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে

অনেকের কাছে বার্তা পৌঁছাবে। এখানেও বোর্ড লাগানো থাকবে যে জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তাঁদের থেকে কি পাওয়া যায়? অবশ্যই জগতের মালিক বানাবেন। তোমরা এখন সেইরকম হচ্ছ। আগের কল্পেও হয়েছিলে। তোমরা এটা বোর্ডে লিখে দিলে সকল প্রশ্নই সমাপ্ত হয়ে যাবে। লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিকানার এই উত্তরাধিকার কিভাবে পেলেন? যে প্রশ্ন করে সে তো নিশ্চয়ই জানবে। এতো সেবা না করলে গদিতে বসবে কিভাবে? এটা হল রাজযোগ, যা নর থেকে নারায়ণ বানায়। প্রজা হওয়ার জন্য নয়। তোমরা কি এখানে প্রজা হওয়ার জন্য এসেছ? বাবার কাছে খবর পৌঁছালে বাবা বুঝবেন যে সে সেবা করছে। ঘরের খবর, সেবার খবর না দিলে কিভাবে বোঝা যাবে যে সে বিজয় মালাতে আসবে কিনা। কথায় আছে *নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী*।

তোমরা জান এখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমাদেরকে সেই রাজধানীতে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে শিক্ষক কি করতে পারবে। তুমিই এমন কোনো খারাপ কাজ করেছ যার জন্য তোমাকে ভুগতে হচ্ছে। মাম্মা ভালো কাজ করেছেন তাই কত মনোযোগ সহকারে মাম্মা উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছেন। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চদেরকে যেকোন পরিস্থিতিতে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে বোর্ড বানিয়ে লাগাতে হবে আর ছোট ছোট পর্চা বানিয়ে বিলি করতে হবে, যাতে লেখা থাকবে এই লক্ষ্মী নারায়ণকে জানলে তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হয়ে যাবে। শুভ কার্যতে দেরি করা উচিত নয়। তোমাদের মতো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে অনেক সেবা করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কামাল করে দেখাতে হবে। *কখনও পড়া ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করা উচিত নয়*। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা শেখাচ্ছেন। শিববাবা যখন ভারতে আসেন তখন কি নিরাকার রূপে আসেন? কিভাবে আসেন? এসে কি করেন ? কেউই জানেনা। শিবরাত্রি পালন করে কিন্তু কিছুই জানেনা। পরমাত্মা পবিত্র বানানোর জন্যই আসেন। বাবা বলেন, যদি কোনো ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে বাবাকে জিজ্ঞেস করো যে বাবা আমি এই কথাটা বুঝতে পারছিনা। ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণতেও আসতে হবে। তোমরা এটা ধারণ করো। আমরা বরাবর এইরকম ৮৪ জন্ম পেয়েছি। এখন আবার আমরা সূর্যবংশী হচ্ছি। যে যত পুরুষার্থ করবে সে তত উঁচু পদ পাবে। কত সহজ কথা, তা সত্ত্বেও যদি বুদ্ধিতে না বসে তাহলে এসে জিজ্ঞাসা করো – বাবা, আমি এই কথাটাতে বিভ্রান্ত হয়ে যাই। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্বদা সুখী, শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাও – এইরকম বোর্ড সবাই লাগিয়ে দিলে তো ভালোই হবে, তাই না? তারা প্রভাবিত হবে যে কেননা আমরা এই ব্যাপারটা গিয়ে বুঝে আসি। বাবা সেবার দ্বারাই বুঝে যান যে কে কে সত্যিকারের বাচ্চা। যে মনোযোগ দেয় সেই বিজয়মালার দানা হয়। করে দেখাতে হবে। তোমরা তো বাস্তবে সামনে বসে শুনছ। অন্যান্য বাচ্চারা মুরলীর মাধ্যমে শোনে। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। পরমাত্মা হলেন বাবা, আবার পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যান তাই তিনি গুরুও। শিক্ষক রূপে সৃষ্টির আদি মধ্যে অন্তের জ্ঞান দেন তাই তিনটে সম্বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক বাচ্চাই ভুলে যায়। বুদ্ধি থেকে সেই নেশা চলে যায়। নাহলে তো সর্বদা খুশী থাকা উচিত। আচ্ছা –

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) বিজয় মালার দানা হওয়ার জন্য নিজের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর সেবা করতে হবে।

২) এমন কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয় যার জন্য ফল ভুগতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে বাবার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে।

বরদান:- প্রাপ্তি সমূহকে স্পষ্টরূপে স্মরণে রেখে(ইমার্জ করে) সর্বদা খুশির অনুভবকারী সহজযোগী হও।

সহজযোগের আধার হল স্নেহ আর স্নেহের আধার হল সম্বন্ধ। সম্বন্ধের দ্বারা স্মরণ করা সহজ হয়ে যায়। সম্বন্ধের দ্বারাই সর্ব প্রাপ্তি হয়। যেখানে প্রাপ্তি হয় মন বুদ্ধি সহজেই সেখানে চলে যায়। তাই বাবা যে সমস্ত জ্ঞান, গুণ, শক্তি, সুখ-শান্তি, আনন্দ, প্রেমের খাজনা দিয়েছেন, বিভিন্ন ধরণের যে সকল প্রাপ্তি হয়েছে, সেই সকল প্রাপ্তিকে বুদ্ধিতে স্পষ্ট ভাবে নিয়ে আসলে খুশির অনুভূতি হবে এবং সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে সকল প্রশ্ন থেকে বাইরে থাকে সে-ই প্রসন্নচিত্ত থাকে।